৮ম কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৮ম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	০৯/০৩/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৩/০৬/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	সকাল ১০ : ৩০ টা
স্থান	ঃ	নগর ভবন সম্মেলন কক্ষ ৮১ গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সভায় জায়গা সল্পতার কারণে নগর ভবনে কর্পোরেশন সভা করার বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। পরবর্তী সভা নতুন অফিসে করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

মাননীয় মেয়র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিএনসিসি'কে সম্মান দিয়েছেন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অনেক ভালো কাজ করছে মর্মে মন্তব্য করেছেন। সুনামের সাথে কাজ করে ডিএনসিসি'কে এতো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র সকল কাউন্সিলরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রধান সড়ক হকার মুক্ত রাখতে হবে। কামাল আতার্তুক সহ বড় বড় রাস্তার আশে-পাশের বাড়ী ঘর রং করাতে হবে। গুলশান-১, গুলশান-২ ও বনানী সিটি কর্পোরেশন মার্কেটের উন্নয়ন কাজ করতে হবে। স্কুলবাস, ট্রাক টার্মিনাল, গ্রীন ঢাকার কাজ চলছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে শশ্মানঘাট করতে হবে। আগামী অর্থ বছর থেকে সমতার ভিত্তিতে বাসা বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জরুরী কাজে মন্ত্রণালয়ে ব্যস্ত থাকায় এক্ষণ সচিব'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে সচিব এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বিগত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ৭ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে	বিগত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ৭ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার জন্য আলোচনা	৭ম কর্পোরেশন সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন না হওয়ায় পরবর্তী সভায় ৭ম কর্পোরেশন সভার কার্য বিবরণী দৃঢ় করা হবে।
০২	৭ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৭ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা	৭ম কর্পোরেশন সভার যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে।
০৩	ডিএনসিসি'র ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে	মাননীয় মেয়র ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মফিজুর রহমান কে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনায় ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মফিজুর রহমান মাননীয় মেয়র মন্ত্রী পদমর্যাদা পাওয়ায় তাকে সকল কাউন্সিলর এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।	১। ডিএনসিসি'র ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

ডিএনসিসি'র ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন।

(কোটি টাকায়)

ক্রম	খাত	বাজেট ২০১৫-২০১৬	সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬	বাজেট ২০১৬-২০১৭
	প্ররম্ভিক স্থিতি	৯০.০০	১৫৬.২২	২৩৪.০০
আয়ঃ				
১	রাজস্ব	৮৮২.১৫	৫৫৭.৫৩	৯৪৮.২৫
২	অন্যান্য	১৮.৮০	৪.৪০	১৯.৫৯
৩	সরকারি অনুদান (থোক)	৩৫.০০	১২.০০	২০.০০
৪	সরকারি বিশেষ অনুদান	১০০.০০	১১৭.৬৩	৫০.০০
	মোট	১০৩৫.৯৫	৬৯১.৫৬	১০৩৭.৮৪
৫	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	৪৭৬.০০	১৬২.৬৭	৮১১.৫১
	মোট আয়	১৫১১.৯৫	৮৫৪.২৩	১৮৪৯.৩৫
	সর্বমোট আয়	১৬০১.৯৫	১০১০.৪৫	২০৮৩.৩৫
ব্যয়				
১	রাজস্ব ব্যয়	৩১০.১৫	২৫৪.৭১	৩৫৪.২০
২	অন্যান্য ব্যয়	৪৯.৭০	৩.১৫	১৯.৮৪
৩	উন্নয়ন ব্যয়			
৩.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস, সরকারি থোক)	৬৬৮.১০	৩৫৫.৯২	৭৪৭.৮০
৩.২	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প)	৪৭৬.০০	১৬২.৬৭	৮১১.৫১
	উপমোট-উন্নয়ন ব্যয়	১১৪৪.১০	৫১৮.৫৯	১৫৫৯.৩১
	মোট ব্যয়	১৫০৩.৯৫	৭৭৬.৪৫	১৯৩৩.৩৫
	সমাপনী স্থিতি	৯৮.০০	২৩৪.০০	১৫০.০০
	সর্বমোট ব্যয়	১৬০১.৯৫	১০১০.৪৫	২০৮৩.৩৫

অর্থাৎ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ১০১০.৪৫ কোটি টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ২০৮৩.৩৫ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করা হয়।

বর্ণিত বাজেট উপস্থিত সকল কাউন্সিলর সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদনের সুপারিশ করেন।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৪	ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর সালামী পুণঃ নিধারণ সংক্রান্ত	ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালী এর সালামী পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে গত ২৭/৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্পোরেশন সভায় প্রস্তাবনা আকারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঢাকা শহরের তিনটি প্রবেশ মুখে কারওরান বাজার ব্যবসায়ীদের পুনঃবাসন/ স্থানান্তরের লক্ষ্যে একনেক সভায় তিনটি পাইকারি কাঁচা বাজার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক তিনটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়। মার্কেটগুলো মহাখালী পাইকারী বাজার,আমিন বাজার পাইকারি বাজার এবং যাত্রাবাড়ী পাইকারী বাজার। তিনটি বাজারের মধ্যে মহাখালী পাইকারী বাজার যার নামকরণ করা হয় ডিএনসিসি মার্কেট ,মহাখালী এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মোট দোকান সংখ্যা ১১৬৩টি। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ীদের জন্য বেইজমেন্ট ও গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩৬০টি দোকান সংরক্ষিত রাখা আছে। (বেইজমেন্টে ১৫টি দোকানকে ৩টি দোকান হিসেবে দেখানো হয়েছে) অবশিষ্ট৮১৮টি দোকান বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকৌশল বিভাগ থেকে জমির ক্রয়মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় প্রতিবর্গফুট ৯,৫৩৩/-টাকা দেখানো হয়েছে এবং বর্তমান বাজার দর হিসেবে জমির মূল্য ধরে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রতি বর্গফুট ২২৩০৪/- টাকা অর্থাৎ শুধু জমির বর্তমান মূল্য ধরার কারণে দোকানের মূল্য (২২৩০৪-৯৫৩৩ =১২৭৭১/- (বার হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় এনে গত ১২/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিএনসিসির মালিকানাধিন মহাখালী পাইকারী কাঁচা বাজারের দোকানসমূহের সালামী নিম্নোক্ত হারে	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয় যা তৎকালীন প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দোকান বরাদ্দ কমিটির গত ১২/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় দোকানের সালামী ও ভাড়া নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয় ঃ	দোকান বরাদ্দ কমিটির গত ১২/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ধার্যকৃত দোকানের সালামী ও ভাড়ার হার বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নকারী- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	তলা	সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	মন্তব্য
১	বেইজমেন্ট	২০,০০০/-	৩০/-	
২	গ্রাউন্ড ফ্লোর	২২০০০/-	৩০/-	
৩	২য় তলা	২৫০০০/-	৪০/-- ৪৫/-	
৪	৩য়তলা	২৫০০০/-	৪০/-	
৫	৪র্থ তলা	২৩০০০/-	৪০/-	
৬	৫ম তলা	২২০০০/-	৩৫/-	
৭	৬ষ্ঠ তলা	১৮০০০/- - ২০০০০/-	(ফাস্ট ফুট ৩৫/- কমিউনিটি হল ৩৫/-, অফিস স্পেস ৫০/-	

প্রকৌশল বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি দোকানের সালামী নির্ধারণ করা হয়। সালামী নির্ধারণ করার পর সালামীর হার উল্লেখ পূর্বক একটি ব্রুশিয়ার প্রস্তুত করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত মার্কেটে ১১৬৩টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে।

দোকানের নির্মাণ ব্যয়ের সাথে জমির মূল্য অর্ন্তভূক্ত করে এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত দোকান বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৮১৮টি দোকান বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে গত ৮/৭/২০১৪খ্রিঃ তারিখে, ৯/৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে, ২৭/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখে এবং ১১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখে পর পর মোট চারবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় । চারবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় সর্বমোট ২৪টি দরখাস্ত পাওয়া যায় এবং বিধি মোতাবেক তাদেরকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ৩জন বরাদ্দ প্রাপক তাদের টাকা উত্তোলন করে নেন। দোকান বরাদ্দ না হওয়ার কারণ নির্ণয়ের জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দোকান বরাদ্দ না হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেন এবং নিম্নরূপ সুপারিশ করেন ঃ—

১। ডিএনসিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফ্লোর এ নির্ধারিত সালামির মূল্য পুনঃ বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে প্রতিয়মান হয় ;

২। মোট সালামীর ৫০% অগ্রীম জমা প্রদানের এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ৫০% এক মাসে জমা প্রদানের বিধান করার কারণে সম্মানিত ব্যবসায়ীদের দোকান গ্রহণের আগ্রহ নেই ;

৩। মার্কেটটির অবস্থান বাসটার্মিনালের পাশে হওয়ায় ক্রেতা সাধারণের সমাগম হচ্ছে না;

৪। মার্কেটটিতে পাইকারী আড়ৎ ঘর /সুপার মার্কেট একত্রে হওয়ায়;

৫। পাইকারী কাঁচা মালের খোলা আড়ৎ না থাকায় এবং দোকান ঘরের আয়তন কারওয়ান বাজারের তুলনায় ছোট হওয়ায় ;

৬। মার্কেটের সামনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ষ্টাফ কোয়াটার থাকায় মার্কেটটি দৃশ্যমান না হওয়ায়;

৭। মার্কেটের সামনে ময়লা আবর্জনার ডাম্পিং ষ্টেশন থাকায়;

৮। সালামীর টাকা কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ না থাকায় ;

৯। বর্তমানে সারা দেশেই জমি /ফ্ল্যাট ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে মন্দাভাব বিরাজ করছে;

১০। মার্কেটের প্রবেশ /বাহির হওয়ার গেট/রাস্তা এক মুখী হওয়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের এর প্রভাব পড়েছে;

কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি । বিষয়টি মাননীয় মেয়র মহোদয় অবগত আছেন। কিন্তু এতদিনেও এ বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়ায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সালামী ও ভাড়া দ্রুত পুনঃনির্ধারণ করে বরাদ্দ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সালামী বেশী হওয়ায় সালামী ফেরৎ দানের জন্য বেশ কিছু আবেদন পেন্ডিং রয়েছে এবং ৩ জন আবেদনকারীকে ইতিমধ্যে তাদের জমাকৃত সালামী ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

।আলোচ্য মার্কেটটি দীর্ঘদিন বরাদ্দ প্রদান না করার কারণে রক্ষনা বেক্ষন খরচসহ আনুসাঙ্গিক ব্যয় হলেও মার্কেট থেকে এখন কোন রাজস্ব পাওয়া যাচ্ছে না । ফলে ডিএনসিসি রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত

উল্লেখ্য, একই প্রকল্পের অধীন নির্মিত যাত্রাবাড়ী পাইকারি কাঁচা বাজারের দোকানের সালামীর হার/ পরিমাণ ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন থেকে স্মারক নং ৪৬.২০৭.০১৬.১০.০৩.২৬০.২০১৫ তাং ১৮/৩/২০১৫ মূলে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ মার্কেটের সালামীর হার/পরিমাণ নিম্নরুপ উপস্থাপন করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	তলা	সালামীর পরিমাণ (টাকা) (প্রতি বর্গফুট)	ভাড়া (প্রতি বর্গফুট)
১	বেইজমেন্টের প্রতিবর্গফুট	১০,৫০০/-	২০/-
২	নীচতলার প্রতিবর্গফুট	১০,৫০০/-	২০/-
৩	২য়তলার প্রতিবর্গফুট	১০,০০০/-	১৮/-
৪	৩য় তলার প্রতিবর্গফুট	৯,৫০০/-	১৮/-
৫	৪র্থ তলায় প্রতিবর্গফুট	৯,০০০/-	১৫/-

প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ডিএনসিসির মালিকানাধিন মার্কেটের সালামী নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি মার্কেটের উদাহরন দেন । যা নিম্নরূপ

মার্কেটের নাম	প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে	দোকান বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রতি বর্গফুট দোকানের সালামী নির্ধারণের হার
বনানী কমিউনিটি সেন্টার কাঁম কাঁচা বাজার	৩,৪৮৯.২৫	৪,০০০/-
মহাখালী ২০নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার মার্কেট	৭,২৪০.৭৯	১০,০০০/-
মিরপুর ৪নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার কাম শপিং কমপ্লেক্স মার্কেট	নীচতলা ৪৬৭৯/- ২য়তলা ৪১৭৬/-	নীচতলা ৯০০০/- ২য়তলা ৮,০০০/-

মিরপুর ৪নং ওর্য়াড কমিঃ সেন্টার কাম শপিং কমপ্লেক্স মার্কেটে মোট দোকান সংখ্যা ১৩৭টি এর মধ্যে নীচতলা ৬৫টি ২য়তলায় ৭২টি । মেয়র মহোদয়ের সংরক্ষিত কোটায় দোকান সংখ্যা ৩৫টি (নীচতলা ১৭টি ২য়তলায় ১৮টি) যা ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১০২টি সাধারন কোটার দোকান বরাদ্দ দেয়ার নিমিত্তে গত ৫/৬/০৮খ্রিঃ, ২৫/১১/০৮খ্রি,ও ৯/৫/০৯খ্রিঃ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে মাত্র ৮টি দোকানের জন্য আবেদন পাওয়া যায় এবং তাদের নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয় । কয়েকবার পত্রিকায় দোকান বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও তেমন সাড়া না পাওয়ায় গত ১৭/১১/০৯খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় উল্লেখিত মার্কেটের সালামী যথাক্রমে নীচতলা ৯০০০/-টাকার পরিবর্তে ৫০০০/-টাকা এবং ২য়তলায় ৮,০০০/-টাকা পরিবর্তে ৪,৫০০/-টাকা পুনঃ নির্ধারন করা হয়। পুনর্নির্ধারিত সালামীর ভিত্তিতে পুনরায় গত ৯/৫/১০খ্রিঃ তারিখে এবং ৭/৫/১১ খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে সাধারন কোটায় সকল দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়।

উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক সালামী নির্ধারণের সিদ্ধান্তের জন্য ডিএনসিসি মার্কেট মহাখালী এবং আমিন বাজার পাইকারী বাজারের সালামীর হার নির্ধারণ/পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে গত ২৭/৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । উক্ত সভায় ডিএনসিসি মার্কেট,মহাখালী এর সালামী প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ ১৫০০০/- টাকা এবং সর্বনিম্ন ১২০০০/- টাকার সীমার মধ্যে রেখে দোকান বরাদ্দ কমিটি মূল্য পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত
		(নিচে দেখুন)	ডিএনসিসি'র দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ ১-৪ মতে দোকানের সালামী ও ভাড়ার হার সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। বাস্তবায়নকারী- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ---

আলোচনা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ আইন,২০১৩ এর দোকানের সালামী নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বিধি নিম্নরূপ ঃ

বিধি-৫ (ঘ) এ উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যাবতীয় ফি, সার্ভিস চার্জ, সালামী ইত্যাদি নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়নক্রমে কর্পোরেশনের নিকট পেশ করা;

বিধি ১২ (১) কর্পোরেশন, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তেতে, নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য মার্কেটের কোন দোকানের অগ্রিম সালামী, সালামী ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

বিধি ১২(২) বরাদ্দ কমিটি, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুপারিশ প্রণয়নকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষংঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় লইবে।

ইতোপূর্বে ডিএনসিসি মার্কেট মহাখালীর সালামী নির্ধারণ কালে জমির বর্তমানমূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে প্রতিবর্গফুট দোকানের সালামীর পরিমাণ এত বেশী হয়েছে। সালামী এত বেশী হওয়ায় দোকান বিক্রয়ে তেমন সাড়া মেলেনি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা,অঞ্চল-০৩ বলেন যে,ডিএনসিসি জমি হস্তান্তর করেনা। বরাদ্দ প্রাপকের সাথে কিছু শর্তাবলী সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কাজেই জমির মূল্য ধরে সালামী নির্ধারণ করা বিধি সম্মত হয়নি এবং তা যৌক্তিক ও নয়। তাই সালামী পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

পর পর ৪ (চার) বার বিজ্ঞপ্তি দেয়া স্বত্বেও সালামী বেশী হওয়ায় দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন যে, শুধু বিজ্ঞপ্তি নয়,টেলিভিশন চ্যানেলে, স্ক্রল এর মাধ্যমে এবং বিল বোর্ডে টাংগিয়ে বড় আকারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তা স্বত্বেও দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন যে, প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য খুবই তদবির শুরু হয়েছিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১৫,০০,০০০/-টাকার ক্রশিয়ার বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু সালামীর পরিমাণ জানার পর আগ্রহী ক্রেতাগণ তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আবেদনকারীগণ বলেছেন যে, সালামীর পরিমাণ এতবেশী হওয়ায় তাদের পক্ষে দোকান নেয়া সম্ভব নয় । তাই তিনি সালামী পুনঃনির্ধারনের প্রস্তাব করেন।

গত ১/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর সালামী পুণঃ নির্ধারণ কালে মার্কেট উপ আইন ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা, বর্তমান মন্দা অবস্থা, পারিপার্শিকতা, নির্মাণ ব্যয়,আনুসাঙ্গিক ব্যয় , অবস্থানগত সুবিধা এবং গত ২৭/৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্পোরেশন সভার মতামত ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পুনঃনির্ধারিত সালামী অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সকলে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ মালা গৃহিত হয় ঃ-

সুপারিশ ঃ (১) ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর সালামী ও ভাড়া নিম্নরুপ পুনঃনির্ধারণের সুপারিশ করা হলো ঃ-

ক্রমিক নং	ফ্লোর	বিদ্যমান সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)	বিদ্যমান মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	সুপারিশকৃত মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	মন্তব্য
১	বেইজমেন্ট	২০,০০০/-	১২,০০০/-	৩০/-	২০/-	
২	গ্রাউন্ড ফ্লোর	২২০০০/-	১৬,০০০/-	৩০/-	২৫/-	
৩	২য় তলা	২৫০০০/-	১৬,০০০/-	৪০/-- ৪৫/-	৩০/-	
৪	৩য়তলা	২৫০০০/-	১৫,০০০/-	৪০/-	৩০/-	
৫	৪র্থ তলা	২৩০০০/-	১৪,০০০/-	৪০/-	৩০/-	
৬	৫ম তলা	২২০০০/-	১৩,৫০০/-	৩৫/-	৩০/-	

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>৭</td><td>৬ষ্ঠ তলা</td><td>১৮০০০/-
-
২০০০০/-</td><td>১৩,০০০/-</td><td>(ফাস্ট ফুট ৩৫/-
কমিউনিটি হল ৩৫/,
অফিস স্পেস ৫০/-</td><td>(ফাস্ট ফুট ৩০/-,
কমিউনিটি হল ৩৫/-,
অফিস স্পেস ৪০/-</td><td></td></tr>
</table>

সুপারিশ -০২ ঃ ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রাপকগণের অতিরিক্ত জমাকৃত সালামী সমন্বয় / ফেরৎ প্রদান করার সুপারিশ করা হলো ।
সুপারিশ -০৩ ঃ ডিএনসিসি মার্কেট,মহাখালীর পুনঃনির্ধারিত সালামী অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সুপারিশ করা হলো।
সুপারিশ -০৪ ঃ পত্রিকায় পুনঃ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সুপারিশ করা হলো।
উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালী এর সালামী পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য একমত প্রকাশ করেন।</td><td>---</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>আমিন বাজার (আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারের) দোকানের সালামী নির্ধারণ সংক্রান্ত</td><td>আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারে ৬৯৭টি দোকান ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে যার মধ্যে বেইজমেন্টে A-1-97টি,A-2-93টি, B-1-99 টি -B-2-96টি মোট ৩৮৫টি এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে A-1-66টি, A-2-90টি, B-1-66টি,B-2-৯০টি মোট ৩১২টি সর্বমোট ৬৯৭টি দোকান । উক্ত মার্কেটে কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ীদের জন্য ৫৪৯টি দোকান সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪৮টি দোকান বরাদ্দযোগ্য । মোট ৬৯৭টি দোকানের সালামী ও ভাড়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মার্কেটের সালামী ও ভাড়া দ্রুত নির্ধারণ করে তা বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। দোকান বরাদ্দ সংক্রান্ত ও সালামী নির্ধারনের ক্ষেত্রে মার্কেট উপ আইন,২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা উপস্থাপন করেন । গত ২৭/৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশন সভায় ডিএনসিসি মার্কেট আমিন বাজারের সালামী প্রতিবর্গফুট ১০,০০০/-টাকা কম/বেশী নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে।
গত ১/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখের দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিএনসিসি মার্কেট, আমিন বাজার (আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারের) দোকানের সালামী নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ
ডিএনসিসি মার্কেট আমিন বাজারের অবস্থান শহরের প্রান্তে । এখানে ক্রেতা সাধারণের সমাবেশ হতে এবং বাজার জমতে সময় লাগবে। সেজন্য এ মার্কেটের সালামী কম হওয়া উচিত। উক্ত মার্কেটের সালামী সর্বোচ্চ ১১,০০০/-টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০,০০০/-টাকা নির্ধারণ করাসহ মাসিক ভাড়ার হার প্রস্তাব করা হয়।
ডিএনসিসি মার্কেট,আমিন বাজারের (আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারের) সালামী নির্ধারনের জন্য, মার্কেট উপ-আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ, বর্তমান মন্দা অবস্থা,পারিপার্শ্বিকতা,নির্মাণ ব্যয়,অবস্থানগত সুবিধা, আনুসাঙ্গিক ব্যয় এবং গত ২৭/৩/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশন সভার মতামত /সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনার পর কমিটি কর্তৃক নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ-
সুপারিশ -১ঃ ডিএনসিসি মার্কেট আমিন বাজারের (আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারের) দোকানের সালামী ও ভাড়া নিম্নরূপ সুপারিশ করা হলো ঃ
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>ফ্লোর</th><th>সুপারিশকৃত সালামীর হার (প্রতি বর্গফুট)</th><th>সুপারিশকৃত মাসিক ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>বেইজমেন্ট</td><td>১০,০০০/-</td><td>১০/-</td></tr>
<tr><td>২</td><td>গ্রাউন্ড ফ্লোর</td><td>১১,০০০/-</td><td>১৫/-</td></tr>
</table>

উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ডিএনসিসি মার্কেট, আমিন বাজার (আমিন বাজার পাইকারী কাঁচা বাজারের) দোকানের সালামী নির্ধারণের বিষয়ে দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য একমত প্রকাশ করেন।</td><td>১। ডিএনসিসি'র দোকান বরাদ্দ কমিটির ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ-১ মতে দোকানের সালামী ও ভাড়ার হার সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নকারী-
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা

---</td></tr>
</table>

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৬	বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য ভ্যান সার্ভিস পরিবর্তনের বিষয়ে	সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিরর বেগম শাহনাজ পারভীন বাসা বাড়ি থেকে যারা ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে ময়লা নিয়ে যান তাদের কোন তালিকা কাউন্সিলরদের কাছে নেই মর্মে জানান। তারা কোন জায়গায় ময়লা ফেলছে কাউন্সিলরগণ তা জানেন না। ভ্যান সার্ভিসের কাজ কাউন্সিলরদের মাধ্যমে দেয়া হলে কাজটি তদারকি করতে তাদের সুবিধা হবে মর্মে জানান। এ বিষয়ে পরবর্তী বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। বিধায় অদ্য সভায় উপস্থাপন করা হলো। মাননীয় মেয়র বলেন এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	১। বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য ভ্যান সার্ভিস পরিবর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
০৭	ডিএনসিসি একাডেমী অফ মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস এর শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পাঁচটি সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন সংগীত শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে প্রতিজন শিক্ষকই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শিল্পী, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের নিয়মিত তালিকাভূক্ত এবং আন্তর্জার্তিক ভাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের মাঝে সিটি কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি উজ্জল করার ক্ষেত্রে তারা বিপুল ভূমিকা রাখতে পারবেন। এছাড়া তাদের মাধ্যমে সামজের অনেক অবহেলিত শিশুরা সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে। বিগত ১২ বছর (২০০৪-২০১৬) যাবৎ সংগীত শিক্ষকদের জনপ্রতি ৬০০০/- সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বেতন কাঠামো বিবেচনা করে সংগীত শিক্ষকগণ তাদের সম্মানী বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রতি মাসে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হারে ৩০ x ৬০০০= ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা বছরে ১,৮০,০০০ x ১২=২১,৬০,০০০/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। তাদের বেতন ৬০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হলে বছরে অতিরিক্ত ১৪,৪০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং ১২ হাজার টাকা করা হলে বছরে অতিরিক্ত ২১,৬০,০০০/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রয়োজন। যেহেতু জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্প্রতি মাষ্টারোল কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে সেহেতু ডিএনসিসি একাডেমী অফ মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস এর শিক্ষকদের বেতন ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা করা যায় মর্মে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত প্রকাশ করেন।	১। ডিএনসিসি একাডেমী অফ মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস এর শিক্ষকদের সম্মানি ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা করতে হবে।
০৮	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন	গত ০৩/০৫/২০১৬ইং তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে মহাখালী কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় ডিএনসিসি'র সচিব, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৪ ও অঞ্চল-৫ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুরুতেই সভায় আগত সকল নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের উদ্যোক্তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন। উদ্যোক্তাগন নগর ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩ এ দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ওয়ার্ডসমূহের কার্যালয়ের প্রবেশমুখে দৃশ্যমান ও সংলগ্ন একটি ১৫' ১২' বর্গফুট (নুন্যতম ১৮০ বর্গফুট) আয়তন বিশিষ্ট কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, যেখানে ২টি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ২টি ওয়েভক্যাম, ইন্টারনেট কানেকশন, চেয়ার (কমপক্ষে ৬টি), ২টি টেবিলসহ অফিসের অন্যান্য সামগ্রী রাখা সম্ভব হবে। সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব তহবিল থেকে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল। সে প্রেক্ষিতে গত ৩১/০৩/২০১৬ ইং তারিখে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে নগর ডিজিটাল সেন্টারের ৩৬টি ওয়ার্ডে ৭২ জন উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার বিষয়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ১,৪০,৩৭,৮৪০/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকার একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে।	১। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ মৌখিকভাবে তাদের নিজ নিজ এলাকায় ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে সংরক্ষিত আবন ১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেইজী একটি আবেদন করেছেন। মাননীয় মেয়র বলেন ডিজিটাল সেন্টার অবশ্যই করতে হবে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তাদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রয়োজনে জায়গা ভাড়া নিয়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করতে হবে।	
০৯	আইসিটি সেল এ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে	আইসিটি সেল একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিভাগ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল এ পদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম রাখা হয়েছে। পযাপ্ত জনবল না থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা যাচ্ছে না । বর্তমান জনবল কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক । বর্তমান জনবল কাঠামোতে আইসিটি সেল এ ৭টি পদের সংস্থান রাখা হয়েছে। ১। সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৫) ২। প্রোগ্রামার -১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৩। সহকারী প্রোগ্রামার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৪। সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৫। কম্পিউটার অপারেটর-২ জন (বেতন গ্রেড-১১) ৬। অফিস সহায়ক- ১ জন (বেতন গ্রেড-২০) মোট = ৭ (সাত) জন সে মোতাবেক সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পদ ও সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ ১। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৪) ২। সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৫) ৩। প্রোগ্রামার -১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৪। মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৫। সহকারী প্রোগ্রামার- ২ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৬। সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ২ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৭। কম্পিউটার অপারেটর-২ জন (বেতন গ্রেড-১১) ৮। পি, এ - ১ জন (বেতন গ্রেড-১৩) ৯। অফিস সহায়ক- ৩ জন (বেতন গ্রেড-২০) সর্বমোট =১৪ (চৌদ্দ) জন । আইসিটি সেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল এ পদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম রাখা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেল এর মাধ্যমে ডিএনসিসি'র প্রধান কার্যালয় ও ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ ইন্টারনেট কানেকশন মনিটরিং ও মেনটেনেন্স করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ/দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন্টারনেট কানেকশন সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ভাবে মনিটরিং করে সমস্যা সমাধান করতে হয়। ওয়েব সাইট প্রতিনিয়ত আপগ্রেডেশন, মেইটেনেন্স, মনিটরিং করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে দক্ষ জনবল প্রয়োজন। পর্যাপ্ত জনবল না সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তনাম জনবল কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক ।	১। বিষয়টি জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি সম্পর্কিত বিধায় ডিএনসিসি'র জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত করার সময় বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
১০	আইসিটি সেলে চুক্তি ভিত্তিক জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেল একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। উক্ত দপ্তর এর মাধ্যমে ডিএনসিসি'র প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ ইন্টারনেট কানেকশন মনিটরিং ও মেনটেনেন্স করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ/দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন্টারনেট কানেকশন সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ভাবে মনিটরিং করে সমস্যা সমাধান করতে হয়। ওয়েব সাইট প্রতিনিয়ত আপগ্রেডেশন, মেনটেনেন্স, মনিটরিং করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কয়েকজন দক্ষ জনবল প্রয়োজন। তাছাড়া আইসিটি সেল হতে নিম্মোক্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ ক) ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান । খ) ডিএনসিসি'র সকল এলাকায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। ঘ) হোল্ডিং ট্যাক্স ও হিসাব শাখার অটোমেশন। ঙ) নাগরীকদের Online e-Service প্রদান যেমন, Birth Certificate, Trade License ইত্যাদি ।	১। প্রেষণে আইসিটি সেলে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যায়।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		বর্তমান জনবল কাঠামোতে আইসিটি সেল এ ৭টি পদের সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু তারমধ্যে, আইসিটি সেলে ১ (এক) জন সিষ্টেম এনালিষ্ট অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ও ১ (এক) জন সহকারী প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন। প্রয়োজনীয় জনবল কর্মরত না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্ম সম্পাদনে বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমান অর্গানোগ্রামের আলোকে শূন্য পদের বিপরীতে জরুরী ভিত্তিতে একজন প্রোগ্রামার ও ১ জন সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। আইসিটি সেল এ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ (জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী) যোগ্যতা ঃ The Computer personnel Recruitment Ruls ১৯৮৫ এর সিডিউল অনুযায়ী ঃ প্রোগ্রামার ১ (এক) জন, (বেতন গ্রেড-৬) ও সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ১(এক) জন, (বেতন গ্রেড-৯) শূন্য পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করার জন্য আইসিটি সেল কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে। বর্ণিত পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আইনগত বিধান নিম্নরূপ- ১। **সিষ্টেম এনালিষ্ট** নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২০১৬ এর অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে **সিষ্টেম এনালিষ্ট** পদটি আছে। কিন্তু ১৯৯০ এর জনবল কাঠামোতে সিষ্টেম এনালিষ্ট পদ না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বর্তমান ডিএনসিসি'র নিয়োগ বিধি পাশ হওয়া আবশ্যক। ২। ১৯৯০ এর জনবল কাঠামোতে **"কম্পিউটার প্রোগ্রামার"** ১টি পদ ছিলো। বর্তমান জনবল কাঠামোতে **"প্রোগ্রামার"** শিরোনামে ১টি পদ রয়েছে। যদি **কম্পিউটার প্রোগামার** ও **প্রোগ্রামার** একই পদ ধরা হয় তবে প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ৩। **সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার** পদটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বিধায় ডিএনসিসি'র নিয়োগ বিধি পাশ না হলে বর্ণিত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।	
১১	বিবিধ	(ক) পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা করণ প্রসঙ্গে। পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০০০(এক হাজার) করে শাড়ী প্রদান করার জন্য সকল কাউন্সিলর মাননীয় মেয়র এর নিকট মৌখিকভাবে আবেদন জানান। মাননীয় মেয়র পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রতিটি কাউন্সিলরের অনুকূলে ১০০০ শাড়ী প্রতিটি শাড়ী ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ডিএনসিসির জন্য ২০০০ শাড়ী প্রতিটি শাড়ী ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হরে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৩৬ ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫ টি মসজিদের ইমামকে ২০০০/- (দুই হাজার) এবং মেয়াজ্জেমকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকল কাউন্সিলর এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	১। পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান করার জন্য ৪৮ জন কাউন্সিলর এর প্রত্যেক কাউন্সিলরের অনুকূলে ১০০০ (এক হাজার) শাড়ী প্রতিটি শাড়ী ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে মোট ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শাড়ী বিতরণ শেষে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিকট মাষ্টারোল/বিতরণ তালিকা জমা দিতে হবে। ২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৩৬ ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫ টি মসজিদের ইমামকে ২০০০/- (দুই হাজার) এবং মোয়াজ্জিনকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে মোট ২৭,০০,০০০/- (সাতাশ লক্ষ টাকা) মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণের অনুকূলে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং টাকা বিতরণ শেষে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মাষ্টারল্ল/বিতরণ তালিকা সংরক্ষণ করবেন। বাস্তবায়নকারী- ক) সকল সম্মানিত কাউন্সিলর খ) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা গ) সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		(খ) সম্মানিত কাউন্সিলরদের পদমর্যাদা ও সম্মানি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও সম্মানি বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানান। মাননীয় মেয়র বলেন, কাউন্সিলরগণের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সরকারি কোন নির্দেশনা নেই। সম্মানি বৃদ্ধি করতে হলে সারা দেশের কাউন্সিলরদের সম্মানি বৃদ্ধি করতে হবে এটা সময় সাপেক্ষ; তবে সম্মানি বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যায়।	১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সম্মানি বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সচিব
		(গ) স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল কর্মচারীদের বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত শর্ত প্রসঙ্গে। সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেইজি বলেন ডিএনসিসি'র স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণে "স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত (গত ০৮/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.৩.০২.৩০০(১).২০১৫-৩৫৪ নম্বর স্মারক) এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত হবেন না মর্মে মতামত প্রদান করা হলে তাদের পে-স্কেল-২০১৫ মতে আরোহিত সকল বেতন-ভাতাদি ফেরৎ প্রদান করতে হবে।" মর্মে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে; সেই শর্ত মওকুফ করা যায় কিনা। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, এ বিষয় নিয়ে ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার ৬ নং ক্রমিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া গত ০৮/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.৩.০২.৩০০(১).২০১৫-৩৫৪ নম্বর স্মারকে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, মন্ত্রণালয় থেকে যে নির্দেশনা আসবে ডিএনসিসি'কে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	১। মন্ত্রণালয় থেকে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে ডিএনসিসি কর্তৃক সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সচিব

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬-৯১৯১০(৮০)

তারিখ-১২/০৭/২০১৬

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-............../সংরক্ষিত আসন নং.....................।
২) বিভাগীয় প্রধান...।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল................................।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

১২/৭/১৬
(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
সচিব (উপসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন